ইউনিট ৮

বাণিজ্যপথ ও বাণিজ্যকেন্দ্র

ভূমিকা

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে সামুদ্রিক নৌ-পথ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বিশ্ব বাণিজ্যের প্রায় ৯৫% ভাগ সমুদ্র পথেই সম্পাদিত হয়। সমুদ্র পথে বড় বড় জাহাজগুলো এক দেশ হতে অন্য দেশে যাত্রী ও পণ্য পরিবহন করে। কোন দেশের আন্তঃদেশীয় স্থল ও নৌপথগুলো সামুদ্রিক নৌপথের প্রতিযোগী না হয়ে পরিপূরক হিসেবে রপ্তানীর জন্য দেশের অভ্যন্তর ভাগ হতে পণ্য দ্রব্য সংগ্রহ করে বন্দরে আনয়ন করে এবং আমদানীকৃত পণ্য দেশের অভ্যন্তর ভাগে বন্টনের দায়িত্ব গ্রহণ করে।

পাঠ- ১ বিশ্বের প্রধান প্রধান সমুদ্র পথসমূহ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি—

- বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ সমুদ্র পথগুলোর নাম বলতে পারবেন;
- বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ সমুদ্র পথগুলোর অবস্থান, গড়ে উঠার কারণ, প্রধান প্রধান দেশ ও বন্দরের নাম, উহাদের অর্থনৈতিক গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারবেন।

বিশ্বের প্রধান প্রধান সমুদ্রপথসমূহ (Principal Ocean Routes of the world)

নিম্নে বিশ্বের প্রধান প্রধান সমুদ্র পথগুলোর নাম প্রদান করা হলো।

১. উত্তর আটলান্টিক সমুদ্র পথ (North Atlantic Sea Route)
২. দক্ষিণ আটলান্টিক সমুদ্র পথ (South Atlantic Sea Route)
৩. ভূমধ্যসাগর-সুয়োজখাল ও লোহিত সাগর পথ (Mediterrancean Suez canal and Red sea Route)
৪. উত্তমাশা অন্তরীপ পথ (The Cape of Good Hope Route)
৫. পানামা খাল পথ (The Panama Route)
৬. উত্তর প্রশান্ত মহাসাগরীয় পথ (North Pacific Sea Route)

আটলান্টিক সমুদ্রপথ (North Atlantic Sea Route)

উত্তর আটলান্টিক সমুদ্রপথ পৃথিবীর ব্যস্ততম ও তাৎপর্যবাহী সমুদ্রপথ। এ সমুদ্রপথের দুপ্রান্তে রয়েছে বর্তমান বিশ্বের নেতৃস্থানীয় এবং শিল্পোন্নত দেশসমূহের অবস্থান, যা এ পথের ইধক তাৎপর্য ও গুরুত্বের প্রমাণ। এ সমুদ্রপথে বিশ্বের সর্বাধিকসংখ্যক যাত্রী ও পণ্যবাহী জাহাজ চলাচল করে থাকে। এ পথের আনুমানিক দূরত্ব প্রায় ৫০০০ কি.মি.।

অবস্থান ঃ নিরক্ষরেখার উত্তরদিকে কর্কটক্রান্তি হতে সুমেরু বৃত্ত পর্যন্ত এবং ৩০° পূর্ব ও ৮২° পশ্চিম দ্রাঘিমাংশের মধ্যে এ সমুদ্রপথ অবস্থিত। এটি শিল্পোন্নত উত্তর-পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলোকে কৃষি ও প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ এবং শিল্পোন্নত উত্তর আমেরিকার সাথে সংযুক্ত করেছে। অর্থাৎ এটি উত্তর আমেরিকার পূর্ব উপকূলের সাথে উত্তর আটলান্টিক মহাসাগরের ওপর দিয়ে শিল্পোন্নত পশ্চিম ইউরোপের সেতুবন্ধন স্থাপন করেছে।

চিত্র ১ ঃ উত্তর আটলান্টিক সমুদ্রপথ

গড়ে উঠার কারণ ঃ নিম্নোক্ত কারণসমূহের প্রভাবে উত্তর আটলান্টিক সমুদ্রপথটি গড়ে উঠেছে-

১। এ সমুদ্রপথের উভয়পাশের দেশগুলো প্রাকৃতিক সম্পদ, কৃষিজ, শিল্প ও বাণিজ্যে উন্নত এবং ঘনবসতিপূর্ণ।

২। এ পথের উভয়পাশের মানুষেরা কর্মঠ, কঠোর পরিশ্রমী, উদ্যোগী।

৩। এ পথে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত দ্বীপপূঞ্জের সংখ্যা খুবই কম। তাই বড় বড় জাহাজ সহজে চলাচল করতে পারে।

৪। উভয়প্রান্তের দেশগুলোর জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নত বলে অধিক ভোগ্যপণ্যের আদান প্রদান হয়।

৫। উষ্ণ উপসাগরীয় স্রোতের জন্য সারাবছর এ পথ বরফশূন্য থাকে। ফলে জাহাজ চলাচলে সুবিধা হয়। পশ্চিমা বায়ুর প্রভাবের ফলেও এ পথে অনুকূল আবহাওয়া বিরাজ করে।

৬। শিল্পের কাঁচামাল ও যন্ত্রপাতির জন্য দুপ্রান্তের দেশসমূহ পরস্পরের ওপর নির্ভরশীলতা।

৭। উভয়তীরের দেশগুলোর উপকূল ভগ্ন ও খাড়িবিশিষ্ট হওয়ায় অসংখ্য বন্দর ও পোতাশ্রয়ের অবস্থান।

৮। এ পথের উভয়প্রান্তের জনগণ শিক্ষা ও কারিগরি জ্ঞানে উন্নত। ফলে তারা পরস্পরের চাহিদা অনুযায়ী পণ্য আমদানি ও রপ্তানি করে। ফলে এ বাণিজ্যিক পথ গড়ে উঠেছে।

৯। সর্বোপরি এ সমুদ্রপথের উভয়পাশের দেশসমূহের পারস্পটিক অর্থনেতিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক স্বার্থরক্ষাও এ সমুদ্রপথ গড়ে উঠার অন্যতম কারণ।

১০।এ পথের অনেক স্থানেই ইন্ধনের বা জ্বালানী যোগান আছে। ফলে জাহাজগুলোকে কোনো সময়ই ইন্ধনের অভাববোধ করতে হয় না।

প্রধান প্রধান দেশ ও বন্দর ঃ এ সমুদ্রপথের উভয়পাশে পৃথিবীর যেসকল উল্লেখযোগ্য দেশ ও বন্দরের অবস্তান রয়েছে সেগুলো নিম্নরূপ-

	দেশ	বন্দরসমূহ
পশ্চিম পার্শ্বের দেশ ও বন্দর	যুক্তরাষ্ট্র	নিউইয়র্ক, বাল্টিমোর, বোস্টন, ফিলাডেলফিয়া।
	মেক্সিকো	ভ্যারাকউজ, ট্যাম্পিকো।
	কানাডা	মন্ট্রিল, কুইবেক, হ্যালিফ্রাক্স।
পূর্ব পার্শ্বের দেশ ও বন্দর	যুক্তরাজ্য	লন্ড, ম্যানচেস্টার, গ্লাসগো, ব্রিস্টল।
	জার্মানি	হামবুর্গ, ব্রিমেন।
	নরওয়ে	অসলো, স্টাবেঞ্চার, বার্জেন।
	ফ্রান্স	লা-হাব, ওবর, ব্রেস্ট।
	পর্তুগাল	লিসবন।

পরিবাহিত পণ্যদ্রব্যের প্রকৃতি ঃ উত্তর আটলান্টিক সমুদ্রপথে বিভিন্ন ধরনের পণ্য পরিবাহিত হয়ে থাকে। নিম্নে দেশভিত্তিক বাণিজ্যিক পণ্যের প্রকৃতি তুলে ধরা হল-

দেশ	পরিবাহিত পণ্যের প্রকৃতি
যুক্তরাষ্ট্র	গম, ভুট্টা, তামাক, তুলা, ফল, গবাদিপশু ও মাংস, মৎস্য, দুগ্ধজাতদ্রব্য, কাগজ, যন্ত্রপাতি, লৌহ ও ইস্পাত
যুক্তরাজ্য	চীনামাচি, আকরিক লৌহ, খনিজ সম্পদ
কানাডা	গম, মৎস্য, কাগজ, আকরিক লৌহ, কাঠ, দুগ্ধজাতসামগ্রী
ফ্রান্স	খাদ্য ও কসমেটিকসদ্রব্য, খড়িমাটি।
পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ	খনিজ তেল, চিনি, ফল।

উত্তর আটলান্টিক সমুদ্রপথের গুরুত্ব ঃ উত্তর আটলান্টিক সমুদ্রপথ পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ও ব্যস্ততম সমুদ্রপথ। পৃথিবীর প্রায় চারভাগের তিনভাগ বাণিজ্যিক জাহাজ এ পথে চলাচল করে বিধায় উত্তর আটলান্টিক সমুদ্রপথের বাণিজ্যিক ও রাজনৈতিক গুরুত্ব অত্যধিক। নিম্নে এ পথের গুরুত্ব আলোচিত হল-

১। উত্তর আমেরিকা ও ইউরোপের অসংখ্য কারখানার কাঁচামাল ও উৎপাদিত পণ্য এ পথেই সরবরাহ হয়ে থাকে। তাই ব্যবসায়-বাণিজ্যের উন্নতির মূলশক্তি হল উত্তর আটলান্টিক সমুদ্রপথ।

২। এ পথের বন্দরগুলোতে উত্তম পোতাশ্রয় রয়েছে এবং বন্দরগুলো বৃহৎ বৃত্তাংশে অবস্থিত বিধায় জাহাজগুলো যাতায়াতে স্বল্পপথ অতিক্রম করলেই বলে।ঃ

৩। এ পথে সমুদ্রের গভীরতা বেশি এবং বিক্ষিপ্ত দ্বীপপুঞ্জ ও অধিকসংখ্যক মগচড়া নেই। ফলে বৃহৎ জাহাজ নির্বিঘ্নে চলাচল করতে পারে।

৪। জ্বালানির সহজ প্রাপ্যতার দরুন এ সমুদ্রপথে অত্যদিক পণ্য ও যাত্রী চলাচল করে।

৫। এ পথে লাইনার, ট্রাম্প, মার্চেন্ট, ভেসেল ইত্যাদি সকল প্রকার জাহাজ চলাচল করে।

৬। এ সমুদ্রপতের পূর্বপ্রান্তের সাথে সুয়েজ খাল এবংয় পশ্চিমপ্রান্তের সাথে পানামার মাধ্যমে প্রশান্ত মহাসাগরীয় সমুদ্রপথের যোগাযোগের ফলে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে এর গুরুত্ব আরও বেড়ে গেছে।

৭। এ পথের উভয় অঞ্চলের বেশির ভাগ দেশই ধনতন্ত্রেবিশ্বাসী। ফলে এরা পরস্পর মিত্র ও বিভিন্ন অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও বাণিজ্যিক চুক্তিতে আবদ্ধ। এ চুক্তি তাদের মধ্যে বাণিজ্যে সম্প্রসারণে সহায়তা করে।

৮। এ পথে চলাচলের সময়ে জাহাজগুলো সহজেই জ্বালানি সংগ্রহ করতে পারে। তাছাড়া জাহাজ মেরামতের সুযোগ ছাড়াও প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় জাহাজগুলোর নিরাপদে আশ্রয় নেওয়ার সুব্যবস্থা আছে।

প্রতিবন্ধকতা বা অন্তরায় ঃ উত্তর আটলান্টিক সমুদ্রপথে কতকগুলো প্রতিবন্ধকতা রয়েছে। যেমন-

১। নিউফাউন্ডল্যান্ডের উপকূলীয় এলাকায় শীতল ও উষ্ণস্রোতের মিলনের ফলে প্রায়ই ঘন কুয়াশার সৃষ্টি হয় এতে নাবিকদের অসুবিধা হয় এবং জাহাজের সাথে হিমশৈলের সংঘর্ষ লাগার ভয় থাকে। ফলে বিভিন্ন সময় জাহাজের গতিপথ পরিবর্তন করতে বাধ্য হতে হয়।

২। অনেক সময় হিমশৈলের অস্তিত্ব দেখা যায়। এ হিমশৈলই ব্রিটিশ জাহাজ টাইটানিক ধ্বংসের কারণ।

৩। এ পথের মাঝখানে প্রায়ই ডুবন্ত পাহাড়, মগআ, বালুচর প্রভৃতি দৃষ্টিগোচর হয় এবং সংঘর্ষের আশঙ্কা থাকে যা জাহাজ চলাচলে অসুবিধা সৃষ্টি করে।
৪। কানাডার সেন্টলরেন্স নদী এলাকায় শীতকালে বরফ জমে থাকে বলে জাহাজ চলাচল করতে পারে না।

উত্তর আচলান্টিক সমুদ্রপথ অত্যন্ত ব্যস্ততম ও গুরুত্বপূর্ণ সমুদ্রপথ। পৃথিবীর সর্বাধিক যাত্রী ও পণ্যবাহী জাহাজ এ পথে চলে। এ পথের উভয়পার্শ্বে বিশ্বের উন্নত দেশগুলো বিদ্যমান। উত্তর আটলান্টিক সমুদ্রপথকে কেন্দ্র করে ন্যাটোভুক্ত দেশগুলো ও ইউরোপীয় সাধারণ বাজারভুক্ত দেশসমূহের মধ্যে পারস্পরিক বাণিজ্যিক কার্যক্রম সম্প্রসারণের ফলে এ পথের গুরুত্ব ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে।

দক্ষিণ আটলান্টিক সমুদ্র পথ (South Atlantic Sea Route)

১. **অবস্থান ঃ** যে বাণিজ্যিক পথ দক্ষিণ আমেরিকার পূর্ব উপকূলের সাথে ইউরোপের পশ্চিম উপকূল, উত্তর আমেরিকার উত্তর-পূর্ব উপকূল এবং আফ্রিকার পশ্চিম উপকূলের সংযোগ স্থাপন করেছে তাকে দক্ষিণ আটলান্টিক সমুদ্র পথ বলা হয়।

২. **দেশসমূহ ঃ** এ পথের মাধ্যমে বাণিজ্যে লিপ্ত দেশগুলোর নাম নিম্নে দেয়া হলোঃ
দক্ষিণ আমেরিকা ঃ ভেনিজুয়েলা গায়ানা, ব্রাজির, উরুগুয়ে ও আর্জেন্টিনা।
পশ্চিম ইউরোপ ঃ যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, জার্মানী, স্পেন, ইতালী, নেদারল্যাণ্ড ও ডেনমার্ক।
উত্তর আমেরিকা ঃ যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও মেক্সিকো।
আফ্রিকা ঃ মরক্কো, মৌরিতানিয়া, গিয়ানা, ঘানা, নাইজেরিয়া, এঙ্গোলা, কঙ্গো এবং দাক্ষিণ আফিড়কা প্রজাতন্ত্র।

৩. **বন্দরসমূহ ঃ** এ সমুদ্র পথের উল্লেখযোগ্য বন্দরগুলো হচ্ছে কারাকাস, জর্জটাউন, বেলেম, রেসিকে, রিওদ্যা জেনিরো, মন্টিভিডিও, বুয়েন্স আয়ার্স, ফ্রিটাউন, মনরোভিয়া, আক্রা, ল্যাগোস, কেপটাউন, ট্যাম্পিকো, গালভষ্টেন, নিউঅরলিন্স, কিংষ্টন, লিসবন এবং লণ্ডন।

৪. **পণ্য দ্রব্যের প্রকৃতি ঃ** এ বাণিজ্যিক পথ দ্বারা পরিবাহিত পণ্যের পরিমাণ উল্যেখযোগ্য নতে। সাধারণত: ব্রাজিল হতে কফি, কোকো, রবার, চিনি, তুলা এবং আর্জেন্টিনা হতে গম, মাংস, চামড়া, গবাদি পশু প্রবৃতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপে রপ্তানী করা হয়্যার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপের শিল্প সমৃদ্ধ দেশগুলো হতে কলকব্জা, যন্ত্রপাতি, মোটরগাড়ী, ঔষধ, রাসায়নিক দ্রব্য, খনিজ, তৈল, ঘড়ি, রেডিও ইত্যাদি ও অন্যান্য শিল্পজাত দ্রব্য দক্ষিণ আমেরিকার দেশগুলোতে রপ্তানী করা হয়। অপরদিকে আফ্রিকার পশ্চিমাঞ্চলের দেশগুলোতেও খনিজ দ্রব্য, মাংস, পশম ও বিভিন্ন শিল্পের কাঁচামাল ইউরোপ ফিও যুক্তরাষ্ট্রে রপ্তানী করা হয়। পক্ষান্তরে ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকা হতে বিভিন্ন শিল্পজাত দ্রব্য আফ্রিকার দেশগুলোতে আমদানী করা হয়। দক্ষিণ আমেরিকা ও আফ্রিকার মধ্যে সামান্যই বাণিজ্য হয়।

৫. **গুরুত্ব ঃ** আন্তর্জাতিক বাণিজ্যিক পথ হিসেবে এটা তেমন উল্লেখযোগ্য না হলেও দক্ষিণ আমেরিকা ও আফ্রিকার দেশগুলোর জন্য এটি খুব গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এ দুই অঞ্চলের দেশগুলো শিল্প ও বাণিজ্যে উন্নত নহে বলে এদের প্রচুর পরিমাণে শিল্পজাত সামগ্রী ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকা হতে আমদানী করতে হয়। বিনিময়ে তারা কিছু শিল্পের কাঁচামাল, মাংস ও খনিজ সম্পদ রপ্তানী করে। এ বাণিজ্যিক পথের উভয় প্রান্তের এলাকাসমূহ তথা আফ্রিকা ও দক্ষিণ আমেরিকার মধ্যে বাণিজ্য হয় না বললেই চলে। কারণ উভয় অঞ্চলই অর্থনৈতিক দিকে সমভাবে অনুন্নত এবং উভয়েই শিল্পের কাঁচামাল উৎপাদন করে। তবে উল্লেখিত অঞ্চলগুলোর অর্থনৈতিক উন্নতির সংগে সংগে এ পথের গুরুত্ব বৃদ্ধি পাচ্ছে।

ভূমধ্যসাগর-সুয়েজ খাল ও লোহিত সাগর পথ (Mediterranean-Suez Canal And Red Sea Route)

১. **সূচনা ঃ** বাণিজ্যিক গুরুত্ব অনুযায়ী উত্তর আটলান্টিক সমুদ্রপথের পরেই এর স্থান। অর্থাৎ এটি বিশ্বের দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ সামৃগ্রিক পথ। এ সমুদ্র পথের অধিকাংশ এলাকা জুড়ে উত্তরে ভূমধ্যসাগর ও দক্ষিণে লোহিত সাগরের অবস্থান থাকলেও এটি সুয়োজখাল হিসেবে সমধিক পরিচতি। কারণ কৃত্রিম উপায়ে খননকৃত ১০৬ কিঃমিঃ দৈর্ঘ্য এ খালের মাধ্যমেই দুটি সমুদ্রের মধ্যে সংযোগ সাধন করা হয়েছে।
২. **অবস্থান ঃ** এ সামৃদ্রিক পথ উত্তর-পশ্চিম ইউরোপ ও ভূমধ্যসাগরীয় এলাকার দেশসমূহকে সুয়েজ খালের মধ্য দিয়ে এশিয়া, অষ্ট্রেলিয়া ও পূর্ব আফ্রিকার দেশগুলোর সাথে সংযুক্ত করেছে। এ বাণিজ্যিক পথ পশ্চিম ইউরোপের বিভিন্ন এলাকা হতে জিব্রাল্টার প্রণালী দিয়ে ভূমধ্যসাগর ও সুয়েজখাল হয়ে দক্ষিণ ইয়েমেনের এডন বন্দরে এসে পৌঁছেছে।

৩. **শাখাসমূহ ঃ** এ সামুদ্রিক পথটি প্রথমে ভূমধ্যসাগর হয়ে দক্ষিণে অগ্রসর হয় এবং লোহিত সাগর ও এডন উপসাগরের সংযোগস্থলে অবস্থিত এডন বন্দরে এসে চার ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে।

ক. একটি শাখা এডেন হতে করাচী হয়ে ভারতের পশ্চিম উপকূলের দিকে চলে গিয়েছে। খ. অপর শাখা এডেন হতে কলম্বো হয়ে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোতে পৌঁছেছে। গ. তৃতীয় শাখাটি এডেন হতে অষ্ট্রেলিয়ার দক্ষিণ-পশ্চেম উপকূলে পার্থ ও ফ্রি ম্যান্টাল হয়ে নিউজিল্যাণ্ডে চলে গিয়েছে এবং তথা হতে অষ্ট্রেলিয়ার পূর্ব উপকূল হয়ে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দিকে প্রসারিত হয়েছে। ঘ. চতুর্থ শাখাটি এডেন হতে আফ্রিকার পূর্ব উপকূল হয়ে কেপটাউনের দিকে গিয়েছে।

৪. **পরিবাহিত পণ্য দ্রব্যসমূহ ঃ** এটি পৃথিবীর অন্যতম বৃহত্তম ও ব্যস্ততম বাণিজ্যিক পথ। এ পথের উভয় প্রান্তের দেশগুলো কৃষি, শিল্প, খনিজ ও বাণিজ্যে উন্নত বলে এ পথে প্রচুর যাত্রী ও পণ্য পরিবাহিত হয়। বিশেষত হজ যাত্রীবহন করা হয় বলে এ পথে বিশ্বের সর্বাধিক যাত্রীবাহী জাহাজ চলাচল করে। ইউরোপীয় ও আমেরিকান দেশগুলো হতে বিলাসদ্রব্য, কলকব্জা, যন্ত্রপাতি, খনিজ দ্রব্য, বস্ত্র, লৌহ, তুলা, গম, চাউল, তৈল বীজ ইত্যাদি মধ্যপ্রাচ্য, উত্তর-পূর্ব আফ্রিকা, অষ্ট্রেলিয়া এবং এশিয়ার দেশগুলোতে বহন করে আনা হয় এবং এ সমস্ত এলাকার দেশগুলো হতে পাট, রবার, চা, কফি, চাউল, তামাক, রেশম, পশম, চামড়া, দুগ্ধজ্যতদ্রব্য, কাষ্ঠ, তুলা, মাংস, খনিজ তৈল ইত্যাদি ইউরোপীয় ও আমেরিকার দেশগুলোতে নিয়ে যাওয়া হয়। বিশ্বের প্রায় ৭৫% ভাগ রপ্তানীকৃত খনিজ তৈল এ পথে পরিবাহিত হয়।

৫. **বন্দর ঃ** এ সমুদ্র পথের প্রধান বন্দরগুলো হলো যুক্তরাজ্যের লণ্ডন ও ব্রিষ্টল; ফ্রান্সের মার্সোলিন; পর্তুগালের লিসবন; স্পেনের জিব্রাল্টার; মরক্কোর তানজিয়া; ইতালীর সেসিনা; আলজেরিয়ার আলজিয়ার্স; গ্রীসের এথেন্স; তুরস্কের ইস্তাম্বুল ও সাইপ্রাস; রাশিয়ার বাটুম ও ওডেসা; লেবাননের বৈরুত; মিশরের পোর্টসৈয়দ, আলেকজান্দ্রিয়া, পোর্টসুয়েজ ও পোর্ট তৌফিক, সৌদি আরবের জেদ্দা; দক্ষিণ ইয়েমেনের এডন; আরব সাগর উপকূলের করাচী ও বোম্বাই; ভারত মহাসাগর উপকূলের কলম্বো, জাঞ্জিবার, দার এস সালাম, মোম্বাসা, পার্থ, ফ্রি ম্যান্টাল; বঙ্গোপসাগরের মাদ্রাজ, কলিকাতা, চট্টগ্রাম, রেঙ্গুন ও আকিয়াব; প্রশান্ত মহাসাগর উপকূলের সিঙ্গাপুর, হংকং, ব্যাংকক, সাংহাই, ম্যানিলা, সিডনী, মেলবোর্ণ, জাকার্তা, টোকিও ইত্যাদি।

৬. **গুরুত্ব ঃ** আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে সুয়োজখাল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এশিয়া, অষ্ট্রেলিয়া, আফ্রিকা, ইউরোপ ও আমেরিকা তথা সমগ্র বিশ্বের বাণিজ্য সম্প্রসারণে এ পথের গুরুত্ব অপরিসীম। এর অন্যতম কারণ কেন্দ্রীয় অবস্থান। সয়েজ পথ এশিয়া ও আফ্রিকার জনবহুল ও কাঁচামাল উৎপাদনকারী এলাকার সাথে ইউরোপ ও আমেরিকার শিল্প ও ব্যবসায়-বাণিজ্যে উন্নত এবং জনবহুল এলাকার সংযোগ স্থাপন করেছে। বর্তমান বিশ্বের অন্যতম প্রধান বাণিজ্যিক পণ্য খনিজ তৈল আমদানী ও রপ্তানীতে এ পথ অদ্বিতীয়।

উত্তমাশা অন্তরীপ পথ (Cape of Good Hope Route)

উত্তমাশা অন্তরীপ সমুদ্র পথকে কেপ রুট (ঈধঢ়ব জড়ঁঃব) নামে অভিহিত করা হয়র্ডগীজ নাবিক ভাস্কোডাগামা কর্তৃক আবিষ্কৃত হওয়ায় একে ভাস্কোডাগামা সমুদ্র পথও বলা হয়। এটি অত্যন্ত প্রাচীন সমুদ্র পথ। নিম্নে এ সমুদ্র পথের বিস্তারিত বর্ণনা প্রদান করা হলোঃ

১. **অবস্থান ঃ** এ বাণিজ্যিক পথটি পশ্চিম ইউরোপের বিভিন্ন বন্দর হতে দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হয়ে আফ্রিকা মহাদেশের আটলান্টিক উপকূল ঘেঁষে উত্তর প্রান্তের কেপটাউনে এসে পৌঁছেছে। এখান হতে এ সামুদ্রিক পথটি তিনটি শাখায় বিভক্ত হয়ে পড়ে। প্রথম শাখাটি কেপটাউন হতে পশ্চিম অষ্ট্রেলিয়ার পার্থ ও ফ্রি ম্যান্টাল বন্দর হয়ে নিউজিল্যাণ্ড গিয়ে পৌঁছেছে। দ্বিতীয় শাখাটি কেপটাউন হতে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ঘুরে অষ্ট্রেলিয়া পর্যন্ত গিয়েছে। তৃতীয় শখাটি কেপটাউন হতে পূর্ব আফ্রিকার দেশগুলোকে যুক্ত করে পশ্চিম এশিয়া পর্যন্ত গিয়েছে।

২. **বন্দরসমূহ ঃ** এ সমুদ্র পথের উল্লেখযোগ্য বন্দরসমূহ হলো যুক্তরাজ্যের লণ্ডন ও লিভারপুর; ফ্রান্সের লাহবার ও ব্রেষ্ট, পর্তুগালের লিসবন; মরক্কোর রাবাত; মৌরিতানিয়ার ডাগানা, সেনেগালের ডাকার, সাইবেরিয়ার মনরোভিয়া; তানজানিয়ার দার এস সালাম ও জাঞ্জিবার; কেনিয়ার মোম্বাসা; সোমালিয়ার মোগাদিসু।

এশিয়ার এডেন, করাচী, বোম্বাই, কলম্বো, কলিকাতা, চট্টগ্রাম, ব্যাঙ্কক, সিঙ্গাপুর এবং জার্কাতা; ওসেনিয়ার পার্থ< ফ্রিম্যান্টেল, মেলবোর্ণ, সিডনী, ওয়েলিংটন ও অকল্যাণ্ড।

৩. **পরিবাহিত পণ্যদ্রব্য ঃ** এ সমুদ্র পথ দিয়ে পরিবাহিত পণ্য ও যাত্রীর সংখ্যা অত্যন্ত কম। কারণ এ পথের তীরবর্তী অধিকাংশ দেশ জনবিরল এবং কৃষি ও শিল্পে অনুন্নত। এ পথে সাধারণত আফ্রিকা ও অষ্ট্রেলিয়া হতে হীরা, তামা, সোনা, চামড়া, কোকো, রবার, ডাল, তেল, কাষ্ঠ ও বিভিন্ন শিল্পের কাঁচামাল ইউরোপীয় দেশগুলোতে রপ্তানী করা হয়এষ্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যাণ্ড হতে গম, দুধ, গুল্মজাত সামগ্রী, সোনা, ফলমূল ও বিভিন্ন খনিজ পদার্থ; এশিয়া হতে পাট, চামড়া, চাউল, চা, রবার, অষ্ট্রেলিয়া, আফ্রিকা ইউরোপীয় দেশগুলোতে রপ্তানী করা হয়। ইউরোপীয় দেশগুলো হতে এ পথের মাধ্যমে লৌহ ও ইস্পাত সামগ্রী, কয়লা, খনিজ সম্বপদ, যন্ত্র ইত্যঅদি আফ্রিকায় রপ্তানী হয়।

৪. **গুরুত্ব ঃ** আফ্রিকার সাতে ইউরোপ, এশিয়া ও ওসেনিয়ার বাণিজ্য বিস্তারে এ পথ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে। পূর্বে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে এ পথ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতো। কিন্তু সুয়োজখাল খননের পর এর বাণিজ্যিক গুরুত্ব হ্রাস পেয়েছে। বর্তমানে ওসেনিয়া, এশিয়া ও ইউরোপের মধ্যে বাণিজ্য সুয়েজ পথেই সম্পাদিত হয়।

অসুবিধাসমূহ ঃ এ পথের অসুবিধাসমূহ নিম্নরূপ-

১। এ পথে চলাচলকারী জাহাজগুলোকে উচ্চহারে কর দিতে হয়।
২। এ পথটি অপেক্ষাকৃত সরু ও অগভীর হওয়ায় বড় বড় জাহাজ চলাচলে অসুবিধাজনক।
৩। এ খালটির উভয়পাড়ে বালি থাকায় জাহাজগুলোকে ধীরগতিতে চলতে হয়।
৪। এ পথে চলাচলকারী জাহাজগুলোকে বিভিন্ন প্রকার বাধানিষেধ ও নিয়মকানুন মেনে চলতে হয়।

বাণিজ্যিক গুরুত্ব

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে সুয়েজ খালের গুরুত্ব নিম্নরূপ-

১। এ পথের মাধ্যমে ইউরোপ ও আমেরিকার সাথে এশিয়া, পূর্বআফ্রিকা ও অস্ট্রেলিযার দূরত্ব হ্রাস পাওয়ায় অতিদ্রুত ও কম খরচে পণ্যদ্রব্যের বিনিময় সম্ভব হচ্ছে। ফলে ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধি পেয়েছে।
২। দূরত্ব হ্রাস পাওয়ায় পণ্যদ্রব্যের বাজার দাম ও পরিবহণের ব্যয় হ্রাস পেয়েছে।
৩। এশিয়া ও আফ্রিকার উন্নয়নশীল দেশগুলোর যথেষ্ট রপ্তানি সুবিধা অর্জিত হয়েছে।
৪। আন্তর্জাতিক তেল ব্যবসায়ে সুয়েজ খালপথ অগ্রণী ভূমিকা পালন করে থাকে। এ পথে যাতায়াতকারী জাহাজগুলোর মধ্যে ৮৫% তেলবাহী জাহাজ।
৫। ইউরোপীয় শিল্পের কাঁচামাল এবং শিল্পপণ্যের বাজারের জন্য এ পথের গুরুত্ব অত্যধিক।
৬। সর্বোপরি বিশ্ববাণিজ্যের প্রায় ২৫% পণ্য এ পথে পরিবাহিত হয়। এর মধ্যে প্রায় ৮৫% খনিজ তেল, ১০% কৃষিজাত দ্রব্য এবং ৫% খনিজ পদার্থ। সুতরাং আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে সুয়েজ খালের গুরুত্ব অপরিসীম।
৭। মিশরের বৈদেশিকমুদ্রা অর্জনের অন্যতম প্রধান উৎস হলো সুয়েজখাল। এ খাল পথ থেকে মিশর প্রতিবছর গড়ে ১৫০০ মিলিয়ন ডলার বৈদেশিক মুদ্রা আয় করে।
৮। আন্তর্জাতিক সামুদ্রিক আইন অনুযায়ী যুদ্ধ ও শান্তি উভয় সময়েই এ পথে সকল দেশের জাহাজ নিরাপদে চলাচল করতে পারে। এছাড়া বাণিজ্যিক স্বার্থরক্ষর জন্য বৃহৎ শক্তিবর্গের যুদ্ধ জাহাজগুলো এ পথে আটলান্টিক মহাসাগর হতে ভারত মহাসাগরে দ্রুত চলাচল করে।

সুয়েজ খাল একটি গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক সমুদ্রপথ। এ পথের একপ্রান্তে কৃষি, খনিজ ও শিল্পমৃদ্ধ ইউরোপ ও আমেরিকা এবং অপরপ্রান্তে ঘনবসতিপূর্ণ কৃষি ও শিল্পে স্বল্পোন্নত এশিয়া, আফ্রিকা ও ওশোনিয়া অবস্থিত। কেন্দ্রীয়ভাবে অবস্থিত বলে বিশ্বের দুই অঞ্চলের মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্য এ পথের মাধ্যমে সম্পাদিত হয়এল সামগ্রিকভাবে বিশ্বের অর্থনীতি, রাজনীতি ও ব্যবসায়-বাণিজ্য সুয়েজ খালপথের ওপর বিশেষভাবে নির্ভরশীল।

পানামা খাল (Panama Canal-Route)

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যিক পথ হিসেবে পানামা খাল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বিশেষ করে উত্তর আমেরিকার সাথে পূর্ব এশিয়া ও ওসেনিয়ার বাণিজ্য বিস্তারে এ পথের ভূমিকা অনন্য। নিম্নে পানামা খালের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা প্রদান করা হলো।

১. **অবস্থান ঃ** পানামা খাল প্রশান্ত মহাসাগরের সাথে ক্যারিবিয়ান উপসাগর তথা আটলান্টিক মহাসাগরের সংযোগ স্থাপন করেছে। ১৯০৪ সালে উত্তর আমেরিকা ও দক্ষিণ আমেরিকার মধ্যবর্তী যোজক পানামাকে কেটে এর খনন কার্য আরম্ভ হয়। এটি সমাপ্ত করতে প্রায় ১০ বৎসর সময় লাগে। এ খালপথ কাটার ফলে উত্তর ও দক্ষিন আমেরিকার মূল ভূখণ্ড

পরস্পর হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। এ খাল প্রশান্ত মহাসাগরের বালবোয়া হতে শুরু করে মিরাফ্লোর্স ও গাটুন হ্রদ হয়ে ক্যারিবিয়ান উপসাগরের গাটুন গেইটে গিয়ে পড়েছে।

২. **গুরুত্ব ঃ** মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, পূর্ব এশিয়া ও ওসেনিয়ার দেশগুলোর বাহির্বাণিজ্যে পানামা খাল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এ খাল খননের ফলে আটলান্টিক মহাসাগরের সাথে প্রশান্ত মহাসাগরের একটি সহজ যোগাযোগ ব্যবস্থা স্থাপিত হয়েছে। শুধু তাই নয় ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকার আটলান্টিক মহাসাগরীয় উপকূলকে উত্তর আমেরিকার প্রমান্ত মহাসাগরীয় উপকূলের নিকটবর্তী করেছে। এ খাল খননের পূর্বে উত্তর আমেরিকার আটলান্টিক উপকূল হতে জাহাজগুলো হর্ণ অন্তরীপ ঘুরে উত্তর আমেরিকার প্রশান্ত মহাসাগরীয় বন্দরগুলোতে চলাচল করতো। কিন্তু বর্তমানে পানামা খাল খননের ফলে এ দূরত্বে অনেক হ্রাস পেয়েছে। এ পথ উত্তর আমেরিকার আটলান্টিক বন্দরগুলোর সাথে এশিয়া ও ওসেনিয়ার বগরগুলোর দূরত্বও অনেক কমিয়ে দিয়েছে। যা অধিক যাত্রী ও পণ্য পরিবহনে সাহায্য করেছে। এ পথের মাধ্যমে দক্ষিণ আমেরিকার উভয় প্রান্তের মধ্যেও সামান্য বাণিজ্য হয়ে থাকে।

৩. **পরিবাহিত পণ্য দ্রব্যসমূহ ঃ** এ সমুদ্র পথে পশ্চিম ইউরোপের সাথে উত্তর আমেরিকার পশ্চিম উপকূল, ওসেনিয়া ও পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোর সাথে বাণিজ্য হয়। আবার ওসেনিয়া ও এশিয়ার সাথে উত্তর আমেরিকার আটলান্টিক উপকূলের বাণিজ্যও এ পথ দিয়ে সংগঠিত হয়। এ পথে পরিবাহি পণ্যগুলো হলো লৌহ আকরিক, কলকব্জা, যন্ত্রপাতি, কাগজ ও অন্যান্য খনিজ পদার্থ এবং গম, কফি, কোকো, চা, তামাক, তৈলবীজ, তুলা, কাষ্ঠ, কাষ্ঠমণ্ড, গবাদি পশু ইত্যাদি।

৪. **প্রধান বন্দরসমূহ ঃ** এ সমুদ্র পতের প্রধান বন্দরগুলো হলো উত্তর আমেরিকার নিউইয়র্ক, চার্লষ্টোন, নিউঅর্লিন্স, ভ্যাঙ্কুবার, সানফ্রান্সিসকো ও লস এঞ্জেলস; দক্ষিণ আমেরিকার কারাকাস, জর্জটাউন, রিওডিজেনিরো, ওসেনিয়ার মেলবোর্ণ, সিডনী, অকল্যাণ্ড, ওয়েলিংটন এবং এশিয়ার টোকিও, ওসাকা ও সাংহাই ইত্যাদি।

উত্তর প্রশান্ত মহাসাগরীয় পথ (North Pacific Sea Route)

উত্তর প্রশান্ত মহাসাগরীয় সমুদ্র পথের বিস্তারিত বর্ণনা নিম্নে প্রদান করা হলোঃ

১. **অবস্থান ঃ** উত্তর আমেরিকার পশ্চিম উপকূল এবং পানামা হতে প্রশান্ত মহাসাগরের উপর দিয়ে যে বাণিজ্যিক পথ এশিয়ার পূর্ব উপকূল এবং অষ্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যাণ্ড এসে মিলিত হয়েছে তাকে উত্তর প্রশান্ত মহাসাগরীয় বাণিজ্যিক পথ বলে। উত্তর আমেরিকার পশ্চিম উপকূল হতে পানামা খালের মাধ্যমে এ পথ উত্তর আমেরিকার আটলান্টিক উপকূলের সাথে সংযোগ স্থাপন করেছে।

২. **দেশসমূহ ঃ** এ পথের মাধ্যমে নিম্নলিখিত দেশগুলো আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে লিপ্ত রয়েছেঃ
উত্তর আমেরিকা ঃ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, মেক্সিকো ও পানামা।
এশিয়া ঃ জাপান, কোরিয়া, চীন, ভিয়েতনাম, ফিলিপাইন ও পাপুয়া নিউগিনি।
ওসেনিয়া ঃ অষ্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যাণ্ড।

৩. **বন্দরসমূহ ঃ** উত্তর প্রশান্ত মহাসাগরীয় বাণিজ্যিক পথটি ৩টি প্রধান শাখায় বিভক্ত হয়েছে। এ ৩টি পথের উপর উল্লেখযোগ্য বন্দরগুলো হলো (ক) সিডনি, অকল্যাণ্ড, ফিজি, হনলুলু, সানফ্রান্সিসকো ও পানামা। (খ) ম্যানিলা, হংকং, সাংহাই, ইয়োকোহামা ও ভ্যাঙ্কুবার। (গ) ম্যানিলা, হংকং, সাংহাই, হলনুলু, সানফ্রান্সিসকো ও পানামা। এছাড়া এশিয়ার টোকিও, ওসাকা ও পুশান; ওসেনিয়ার মেলবোর্ণ ও ওয়েলিংটন এবং উত্তর আমেরিকার লস এঞ্জেলস্ প্রধান।

৪. **পণ্যদ্রব্যের প্রকৃতি ঃ** এ পথের ম্যাধমে যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডা হতে তুলা, কাষ্ঠ, খনিজ সম্পদ, কলকব্জা ও যন্ত্রপাতি, ইস্পাত সামগ্রী, খাদ্য প্রভৃতি এশিয়া ও ওসেনিয়ার দেশগুলোতে পরিবাহিত হয়। অপরদিকে এশিয়ার দেশগুলো হতে রবার, রেশম, চা, নানাবিধ শিল্পের কাঁচামাল, মোটরগাড়ী, বস্ত্র ইত্যাদি যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডায় রপ্তানী হয়। অষ্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যাণ্ড হতে কিছু কিছু দুগ্ধজাত সামগ্রী ও খনিজ সম্পদ উত্তর আমেরিকার দেশগুলোতে রপ্তানী হয়।

৫. **গুরুত্ব ঃ** উত্তর আমেরিকার পশ্চিমাঞ্চলের সাথে পুর্ব এশিয়ার দেশগুলোর বাণিজ্যের ক্ষেত্রে এ পথের গুরুত্ব অত্যন্ত বেশী। কারণ এ সমুদ্র পথের দুই প্রান্তে অবস্থিত দেশগুলো কৃষি ও শিল্পে সমৃদ্ধ। ফলে এ সমুদ্র পথে প্রচুর শিল্প ও কৃষিজাত পণ্য-দ্রব্য আদান-প্রদান হয়বর্তমানে পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোর অর্থনৈতিক উন্নতির সাথে সাথে এ পথের গুরুত্ব দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

এ পথে লাইনার, ট্রাম্প ও সওদাগরী সকল প্রকার জাহাজ চলাচল করে। সবচেয়ে বেশী জাহাজ চলাচল করে জাপানের।

পাঠ মূল্যায়ন

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১। বিশ্বের উল্লেখযোগ্য সমুদ্র পথগুলোর নাম লিখুন।
২। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে সুয়েজ খালের গুরুত্ব লিখুন।
৩। উত্তর আটলান্টিক সমুদ্র পথের গুরুত্ব লিখুন।

রচনামূলক প্রশ্ন

১। পৃথিবীর একটি উল্লেখযোগ্য সমুদ্র পথের বিবরণ দিন এবং এর বাণিজ্যিক গুরুত্ব আলোচনা করুন।
২। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে সুয়েজ খাল পথের গুরুত্ব বর্ণনা করুন।
৩। বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ সমুদ্র পথ গুলোর নাম লিখুন। উত্তর আটলান্টিক সমুদ্র পথের বর্ণনা দিন।

পাঠ- ২ পোতাশ্রয় (Harbour)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি—

- পোতাশ্রয় এর সংজ্ঞা বর্ণনা করতে পারবেন;
- পোতাশ্রয় গড়ে উঠার অনুকুল প্রাকৃতিক ও অর্থনেতিক অবস্থা জানতে পারবেন;
- পশ্চাদভূমির সংজ্ঞা বর্ণনা দিতে পারবেন;
- বন্দরের উন্নয়নে পশ্চাদভূমির গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারবেন।

'পোত' শব্দের অর্থ জাহাজ আর 'আশ্রয়' শব্দের অর্থ অবলম্বন। অর্থাৎ পোতাশ্রয় হচ্ছে জাহাজের অবলম্বন বা আশ্রয়স্থল। অর্থাৎ সমুদ্রোপকূলের যে স্থানে জাহাজগুলো নিরাপদে অবস্থান করতে পারে তাকে পোতাশ্রয় বলে।

Prof. Das Gupta বলেন, "A Harbour is a place of shelter for ships."

আদর্শ পোতাশ্রয় গড়ে উঠার অনুকুল অবস্থাসমূহ

যে সমস্ত প্রাকৃতিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অবস্থার প্রভাবে আদর্শ পোতাশ্রয় গড়ে ওঠে তা নিম্নে ছকের মাধ্যমে উপস্থাপন করে বর্ণনা করা হলো-

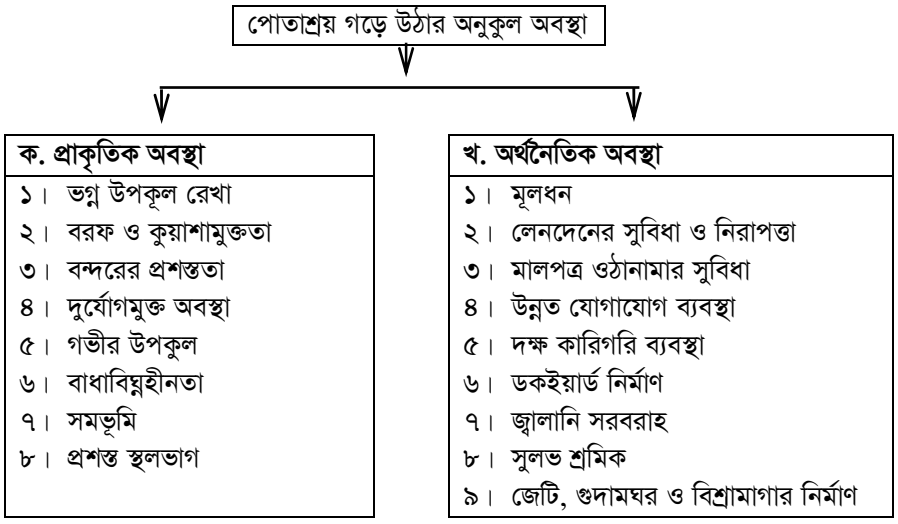

ক. প্রাকৃতিক অবস্থা ঃ আদর্শ পোতাশ্রয় গড়ে উঠার অনুকূল প্রাকৃতিক অবস্থাসমূহ নিম্নরূপ-

১। **ভগ্ন উপকুল রেখা ঃ** ভগ্ন উপকূল ছাড়া কখনও আদর্শ পোতাশ্রয় গড়ে ওঠে না। উপকূল রেখা গভীর, প্রশস্ত খাড়িযুক্ত ভগ্ন হলে একসাথে অধিকসংখ্যক জাহাজ পোতাশ্রয়ে অবস্থান করতে পারে এবং ঝড়ঝাপটা ও সমুদ্রতরঙ্গের আঘাত হতে মুক্ত থাকে। এ কারণে জাপানের ইকোহামা এবং পাকিস্তানের করাচি বিশ্বের প্রধান বন্দরে পরিণত হয়েছে।

২। **বরফ ও কুয়াশামুক্ততা ঃ** আদর্শ পোতাশ্রয় গড়ে উঠার জন্য বন্দর বরফ ও কুয়াশামুক্ত হওয়া আবশ্যক। কারণ বরফ ও কুয়াশাযুক্ত অঞ্চরে জাহাজ চলাচলে বিঘ্ন ঘটে এবং এসব অঞ্চলে দুর্ঘটনার আশঙ্কা বেশি থাকে। এ কারণে কানাডা ও রাশিয়ার উত্তরাঞ্চলে কোনো বন্দর গড়ে উঠে নি।

৩। **বন্দরের প্রশস্ততা ঃ** প্রশস্ত খাড়িযুক্ত এলাকা আদর্শ পোতাশ্রয় গড়ে উঠার অন্যতম প্রাকৃতিক উপাদান। বন্দর প্রশস্ত ও বিস্তৃত হলে অধিকসংখ্যক জাহাজ একত্রে পোতাশ্রয়ে থাকতে পারে এবং জাহাজ চলাচল, মাল ও যাত্রী বহন সহজ হয়।

৪। **দুর্যোগমুক্ত অবস্থা ঃ** পোতাশ্রয়ের অভ্যন্তর সমুদ্রের ঢেউ, ঝড়ঝাপটা, সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস, সমুদ্রস্রোত প্রভৃতি হতে মুক্ত থাকতে হবে। এসব প্রাকৃতিক উপাদানের ক্ষতিকর প্রভাব বন্দরগামী জাহাজের ওঠানামায় বিঘ্ন ঘটায়।

৫। **গভীর উপকূল ঃ** উপকূল গভীর হলে জাহাজগুলো সহজেই পোতাশ্রয়ে প্রবেশ করতে পারে এবং সহজে নোঙ্গর ফেলতে পারে। তাই গভীর উপকূলবিশিষ্ট স্থানগুলোতে পানির গভীরতা বেশি থাকায় আদর্শ পোতাশ্রয় গড়ে উঠেছে। যেমন- করাচি, মুম্বাই, লন্ডন। গভীর ভগ্ন উপকূল রেখার দরুন লিভারপুল, নিউইয়র্ক প্রবৃতি বন্দরে স্বাভাবিক পোতাশ্রয় বিদ্যমান।

৬। **বাধাবিঘ্নহীনতা ঃ** জাহাজগুলো যাতে সহজে প্রবেশ করতে পারে সেজন্য পোতাশ্রয়ের প্রবেশপথ চড়া, বাধাবিঘ্নহীন ও সহজ হওয়া প্রয়োজন। সিঙ্গাপুর, হংকং প্রভৃতি বন্দরের পোতাশ্রয়ের মুখ বাধাবিঘ্নহীন।

৭। **সমভূমি ঃ** সুবিস্তৃত সমভূমিযুক্ত অঞ্চল একটি আদর্শ পোতাশ্রয়ের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এরূপ সমভূমিতে জাহাজ নির্মাণ ও মেরামত, জেটি, গুদামঘর ইত্যাদি নির্মাণ সহজ হয়।

৮। **প্রশস্ত স্থলভাগ ঃ** পোতাশ্রয় প্রশস্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়। পোতাশ্রয় প্রশস্ত না হলে অনেক জাহাজ একসাথে নোঙ্গর ও আশ্রয় গ্রহণ করতে পারে না।

খ. অর্থনৈতিক অবস্থা ঃ আদর্শ পোতাশ্রয় গড়ে উঠার জন্য অনুকূল অর্থনৈতিক অবস্থা প্রয়োজন। কারণ পর্যাপ্ত অর্থনেতিক অবস্থা বিরাজ না করলে উন্নত পোতাশ্রয় গড়ে ওঠে না। নিম্নে এ বিষয়ে আলোচনা করা হলো-

১। **মূলধন ঃ** উন্নত পোতাশ্রয় গড়ে উঠার জন্য পর্যাপ্ত মূলধন সরবরাহ অন্যতম শর্ত। পোতাশ্রয় নির্মাণ এবং তার আশপাশে সংশ্লিষ্ট; যেমন- ডকইয়ার্ড, জেটি, গুদামঘর, সড়ক ও রেলপথ, বিশ্রামাগার ইত্যাদি নির্মাণের জন্য প্রচুর মূলধনের প্রয়োজন হয়।

২। **লেনদেনের সুবিধা ও নিরাপত্তা ঃ** ব্যাংক ও অন্যান্য অর্থলগ্নিকারী সংস্থার টাকা-পয়সা লেনদেনের সুযোগ-সুবিধা ও নিরাপত্তার ওপরও আদর্শ পোতাশ্রয় গড়ে ওঠে।

৩। **মালামাল উঠানামার সুবিধা ঃ** জাহাজে মালামাল উঠানো ও নামানোর পর্যাপ্ত সুযোগ-সুবিধা পোতাশ্রয়ের সন্নিকটে থাকা আবশ্যক।

৪। **উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থাঃ** উন্নত পরিবহণ ও টেলিযোগাযোগের সুব্যবস্থা আদর্শ পোতাশ্রয় গড়ে উঠতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। কারণ অনুন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থার ফলে পণ্য আমদানি-রপ্তানি বিঘ্নিত হয়।

৫। **দক্ষ কারিগরি ব্যবস্থাঃ** আদর্শ পোতাশ্রয় নির্মাণের জন্য উন্নত কারিগরি ও দক্ষতাসম্পন্ন লোকের বিশেষ প্রয়োজন।

৬। **ডকইয়ার্ড নির্মাণ ঃ** জাহাজ নির্মাণ ও মেরামতের জন্য পোতাশ্রয়ের নিকট ডকইয়ার্ড থাকতে হবে।

৭। **জ্বালানি সরবরাহ ঃ** সমুদ্রগামী জাহাজগুলো পোতাশ্রয় হতে কয়লা ও জ্বালানি তেল সংগ্রহ করে থাকে। এ জন্য পোতাশ্রয়ের নিকট জ্বালানি সরবরাহের ভাল ব্যবস্থা থাকতে হবে।

৮। **সুলভ শ্রমিক ঃ** বন্দরের মালপত্র উঠানামা ও স্থানান্তরকরণে প্রচুর সুলভ শ্রমিক অত্যাবশ্যক। তাই সুলভ শ্রমিকের প্রাপ্তিও পোতাশ্রয় গঠনে সহায়তা করে।

৯। **জেটি, গুদামঘর ও বিশ্বামাগার নির্মাণ ঃ** জাহাজের পণ্যসামগ্রী উঠানামা ও খালাস করার জন্য জেটি ও গুদামঘর প্রয়োজন এবং যাত্রীদের বিশ্রামাগারের সুবন্দোবস্ত পোতাশ্রয়ে থাকতে হবে।

পশ্চাদভূমির সংজ্ঞা (Definition of Hinterland)

যে অঞ্চলের জন্য বন্দর পণ্য সংগ্রহকারী এবং বিতরণকারী হিসেবে কাজ করে সে অঞ্চলকে তার পশ্চাদভূমি বলা হয়্যভাবে বলা হয়, যে বন্দরের মাধ্যমে কোনো অঞ্চলের পণ্যসামগ্রী সংগ্রহ ও বণ্টন করা হয় সে অঞ্চলকে ঐ বন্দরের পশ্চাদভূমি বলে। অর্থাৎ কোনো অঞ্চলের পণ্যসামগ্রী যখন বন্দরের মাধ্যমে বিদেশে রপ্তানি হয় এবং সে বন্দরের মাধ্যমে আবার বিদেশ হতে আমদানিকৃত পণ্যসামগ্রী উক্ত অঞ্চলে ব্যবহারের জন্য প্রেরিত হয়, সে অঞ্চলকে ঐ বন্দরের পশ্চাদভূমি বলে।

যেমন- চট্টগ্রাম ও মংলা বন্দরের পশ্চাদভূমি বাংলাদেশ। করাচি বন্দরের পশ্চাদভূমি পাকিস্তান।

চিত্র ২ ঃ পশ্চাদভূমি

বন্দরের উন্নতিতে পশ্চাদভূমির ভূমিকা

যেকোনো বন্দরের উন্নতি সম্পূর্ণভাবে পশ্চাদভূমির ওপর নির্ভরশীল। একটি বন্দরের কার্যকলাপ বৃদ্ধি পাওয়া না পাওয়া নির্ভর করে পশ্চাদভূমির কার্যকারিতার ওপর। পশ্চাদভূমি কৃষি ও শিল্পে সমৃদ্ধ হলে এবং জনসংখ্যার ঘনত্ব বেশি হলে বন্দরের কার্যকলাপ বৃদ্ধি পায়। আবার অনুন্নত পশ্চাদভূমি বিশিষ্ট বন্দর অনুন্নতই থেকে যায়। অর্থাৎ সমৃদ্ধ পশ্চাদভূমির অবস্থানের ওপরই বন্দরের উন্নতি নির্ভর করে। নিম্নে বন্দরের উন্নতিতে পশ্চাদভূমির ভূমিকা আলোচনা করা হল-

১। **আয়তন ঃ** পশ্চাদভূমির আয়তন বন্দরের উন্নতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এর আয়তন যত বড় হবে সেখানে কৃষিজ, প্রাণীজ ও শিল্পজাত দ্রব্যাদির উৎপাদন তত বেশি বৃদ্ধি পাবে। ফলে রপ্তানির পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। আবার অধিক আয়তনবিশিষ্ট পশ্চাদভূমিতে জনসংখ্যা অধিক হলে চাহিদা বৃদ্ধি পায়। ফলে আমদানির প্রসার ঘটে। সুতরাং পশ্চাদভূমির আয়তন বা বিস্তৃতির উপর বন্দরের উন্নতি বহুলাংশে নির্ভরশীল। যেমন- বিস্তৃত পশ্চাদভূমির জন্য নিউইয়র্ক ও লন্ডন বন্দর খুব বড় ও উন্নত।

২। **জনসংখ্যার ঘনত্ব ঃ** ঘনবসতিপূর্ণ পঞ্চাদভূমি বন্দরের উন্নতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। অধিক জনসংখ্যা অধ্যুষিত পশ্চাদভূমিতে তুলনামূলকভাবে চাহিদা বেশি হওয়ায় বন্দরের আমদানি ও রপ্তানি বৃদ্ধি পায়। ফলে বন্দরের ব্যস্ততা বেড়ে যায়। যেমন- বাংলাদেশ, ভারত, চীন, জাপানের বন্দরগুলো এজন্য উন্নত।

৩। **যোগাযোগ ও পরিবহণ ব্যবস্থা ঃ** পশ্চাদভূমির উন্নত যোগাযোগ ও পরিবহণ ব্যবস্থার উপর বন্দরের উন্নতি নির্ভরশীল। কারণ আমদানিকৃত পণ্য পশাচদভূমির ভোক্তাদের কাছে এবং উদ্বৃত্তপণ্য বন্দরে সরবরাহের জন্য উন্নত যোগাযোগ ও পরিবহণ ব্যবস্থা থাকা আবশ্যক।

৪। **সম্পদের প্রাচুর্য ঃ** উদ্বৃত্ত ও ঘাটতি পূরণই হল আমদানি-রপ্তানির মূলকথা। কোনো অঞ্চলে কৃষিজ, খনিজ ও শিল্পজাতদ্রব্য উদ্বৃত্ত থাকলে তা বন্দরের মাধ্যমে রপ্তানি করা হয়। আবার কোনো দ্রব্যের ঘাটতি পূরণের জন্যে আমদানি করা হয়। এ জন্যে বন্দরের উন্নতি পশ্চাদভূমির সম্পদের প্রাচুর্যের ওপর নির্ভর করে।

৫। **মৃত্তিকা ও ভূপ্রকৃতি ঃ** পশ্চাদভূমির ভূপ্রকৃতি ও মৃত্তিকার উপর বন্দরের উন্নতি নির্ভরশীল। সমতল ভূপ্রকৃতি ও উর্বর মৃত্তিকাবিশিষ্ট পশ্চাদভূমিতে অধিক ফসল উৎপন্ন হয় এবং বন্দরের ক্রয়-বিক্রয় বৃদ্ধি পায়। এছাড়া মৃত্তিকা ও ভূপ্রকৃতি উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা নির্মাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এবং উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা তৈরি হয়। ফলে বন্দরের উন্নতি ঘটে।

৬। **শিল্পোন্নয়ন ঃ** শিল্পোন্নত পশ্চাদভূমি বন্দরের উন্নতিতে সাহায্য করে। এরূপ পশ্চাদভূমি হতে প্রচুর পরিমাণে উৎপাদতি শিল্পজাতদ্রব্য বন্দরের মাধ্যমে দেশে-বিদেশে রপ্তানি হয়। এতে বন্দরের উন্নতি সাধিত হয়।

৭। **দক্ষ ও শিক্ষিত জনশক্তি ঃ** পশ্চাদভূমির জনগণ শিক্ষায়-দীক্ষায় উন্নত ও দক্ষ হলে কৃষি, শিল্পে যথেষ্ট অগ্রগতি সাধিত হয়। ফলে পণ্যদ্রব্যের আদান-প্রদান বৃদ্ধি পায়।

৮। **রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ঃ** পশ্চাদভূমির রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার উপর বন্দরের উন্নতি নির্ভর করে। রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় থাকলে পশ্চাদভূমির উৎপাদন যেমন বৃদ্ধি পায়, তেমনি চাহিদাও বেড়ে যায়। রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় থাকলে শ্রমিক অসন্তোষ না থাকায় নির্বিঘ্নে বন্দরের কাজকর্ম সম্পাদন হয়। ফলে ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসারের মাধ্যমে বন্দরের উন্নতি ঘটে।

বন্দরের গঠন, উন্নয়ন ও সমৃদ্ধি অর্জনে পশ্চাদভূমি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এ প্রসঙ্গে Prof. Gupta বলেন, "The importance of a port depends mainly upon the extent and productiveness of the hinterland."

পাঠ মূল্যায়ন

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১। পোতাশ্রয় কাকে বলে?

২। পশ্চাদভূমি কাকে বলে?

৩। আদর্শ পোতাশ্রয়ের বৈশিষ্ট্যগুলো কি কি?

রচনামূলক প্রশ্ন

১। পশ্চাদভূমি কাকে বলে? বন্দরের উন্নতিতে পশ্চাদভূমির গুরুত্ব আলোচনা কর।

২। আদর্শ পোতাশ্রয় গড়ে উঠার অনুকুল অবস্থাসমূহ বর্ণনা করুন।

৩। পশ্চাদভূমির উন্নয়নের অনুকূল অবস্থাসমূহ আলোচনা করুন।